বিলাস সামন্ত, আংশিক সময়ের অধ্যাপক(Govt. Approved), ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ আলোচনা করো।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে সামন্ততন্ত্রের পতন এবং অবলুপ্তি ঘটে। তবুও বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রের পতনের পিছনে কতকগুলি সাধারণ কারণ ছিল।

ক. জনসাধারনের ঘৃণা: সাধারণ মানুষেরা সামন্ততন্ত্র কে ঘৃণা করতেন এবং রাজাও এটিকে অপছন্দ করতেন। অভিজাত এবং সামন্ত প্রভু ছাড়া সমাজের কোন শ্রেণী এই ব্যবস্থাকে পছন্দ করেনি। একমাত্র অভিজাত আর সামন্ত প্রভুরা এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। সাধারণ মানুষ এবং সামন্তপ্রভুর মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সাধারণ মানুষকে সামন্ত প্রভুর শিকারে পরিণত করেছিল। এর ফলে সুবিধাভোগী এবং ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব দশকের পর দশক চলেছিল। শেষপর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের পর সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে।

খ. রাজার বিরোধিতা: রাজারা সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন এবং একে শেষ করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যবস্থায় রাজারা পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। স্বভাবতই তারা এই ব্যবস্থার অবলুপ্তি চেয়ে ছিলেন।

গ. ধর্ম যুদ্ধের প্রভাব:- দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে ধর্মযুদ্ধ গোটা ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং যে সমস্ত সামন্ত প্রভুরা এতে যোগদান করেছিলেন তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা আদায় করা হয়েছিল। যারা এই ধর্ম যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলেন তারা সম্পত্তি ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এর ফলে সামন্ত প্রভুরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই পবিত্র যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সামন্ত প্রভুরা তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতেন বা বন্ধক দিতেন। এরফলে রাজারা এবং ধ্বনি ব্যবসায়ীরা সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই সামন্ততন্ত্রের পতন এবং অবলুপ্তির জন্য ধর্মযুদ্ধ সবথেকে বেশি দায়ী ছিল।

ঘ. যুদ্ধের অভিনব পদ্ধতি:- কামানের বারুদের আবিষ্কারের পর যুদ্ধ পদ্ধতির পরিবর্তন উন্নতি এবং এটি তৈরি করার ক্ষেত্রে রাজার একচেটিয়া অধিকার রাজাকে সামরিক দিক থেকে সামন্ত প্রভুদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী করে তুলেছিল । একজন বন্দুকধারী অবশ্যই একজন বর্ম এবং তরবারি যুক্ত সামন্তপ্রভুর তুলনায় বেশি শক্তিশালী ছিলেন।

ঙ. সামন্ত প্রভুদের সমর্থনকারীদের অভাব: ক্রমাগত ব্যক্তিগত যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ প্রভৃতির কারণে serf দের বা ক্রীতদাসদের সংখ্যা কমে আসছিল। ফলে সামন্ত প্রভুরা তাদের কাজকর্ম করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রজা পাচ্ছিল না। তার উপর বেতনভুক্ত শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ার জন্য serf রা তাদের জমি দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে

শুরু করেছিল। পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, যদিও এটি উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছিল বিশেষ করে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত।

চ. Maurice Dobb -এর অভিমত:- 1946 খ্রিস্টাব্দে মরিস ডব এর "Studies in the Development of Capitalism" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটিতে সামন্ততন্ত্রের পতনের দিক গুলি ব্যাখ্যা করা হয়। Maurice Dobb -এর মতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি দাঁড়িয়েছিল ভূমিদাস প্রথা বা ভূমি দাসদের শ্রমের উপর। কিন্তু দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে ভূমি দাসদের প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছিল। অমিত আসতে এর পতন সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভূমিদাস প্রথা কে কেন্দ্র করেই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের বিস্তার ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান সামন্ততন্ত্রের পতনের সাহায্য করেছিল। ভূমি দাসরাও লর্ড দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ম্যানরগুলি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। Lord রা কিন্তু এই পরিস্থিতিকে সামলে দিতে করের পরিমাণ বাড়াতে শুরু করেছিল। কৃষকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থে কর আদায় চলেছিল। কৃষকরা এই কর এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ম্যানর ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এইভাবে ভূমিদাস প্রথার অবসান ও সামন্ততন্ত্রের পতন হয়।

ছ. Paul Sweezy -এর অভিমত: Paul Sweezy "Science and Society" এর 1950 খ্রিস্টাব্দের একটি সংখ্যায় "Feudalism:A Critidue" নামক প্রবন্ধে সামন্ততন্ত্রের পতন 'বাণিজ্যিক তত্ত্বের' কথা তুলে ধরেছিলেন। ইটালিও বনিক শ্রেণীরা পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে। বাণিজ্য কে কেন্দ্র করে দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে বহু নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগরগুলি গড়ে ওঠার ফলে সামন্ততন্ত্রের পতন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ম্যানর থেকে ভূমি দাসরা পালিয়ে গিয়ে নগরে বিকল্প জীবিকা সন্ধান করতে থাকে। ফলে নগরের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে বাণিজ্য কে কেন্দ্র করে সামন্ততন্ত্রের পতন হলেও পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী ভিত্তির উপরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। যদিও পল সুইজি সামন্ততন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক দিকটির বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

জ. Postan -এর অভিমত: Michael M.Postan তাঁর "The Medieval Economy and Society" গ্রন্থে মরিস ডব এবং পলসুইজি- এর থেকে ভিন্ন মতামত পোষণ করেছিলেন। তিনি 'জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্ব' আলোচনা করে সামন্ততন্ত্রের পতন কে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায়, কৃষক শ্রেণী লর্ডের উপর নির্ভর করতে থাকে। Lord-রা কৃষক শ্রেণীর আশা-ভরসা শেষ জায়গা হলেও Lord দের অত্যাচার ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অন্যদিকে জমির উর্বরতা, ব্ল্যাক ডেথ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য চতুর্দশ ইউরোপে জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। বাণিজ্যিক অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি এবং ভূমিদাস প্রথার অবসান এর ফলেই সামন্ততন্ত্রের পতন হয়েছিল।

প্রশ্ন:- 1) ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের পতনে ক্রুসেড যুদ্ধ কিভাবে সাহায্য করেছিল ? 2) সামন্ত প্রভুদের সমর্থনকারীদের অভাব কেন দেখা দিয়েছিল ? 3) বাণিজ্য ব্যবস্থা কিভাবে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল ?